৬। **উপজেলা যাচাই-বাছাই কমিটি ০৩ (তিন) ধরনের তালিকা প্রস্তুত করবে। যথা ঃ**

ক। কমিটি কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত তালিকা;

খ। যাচাই-বাছাই কমিটির দ্বিধাবিভক্ত তালিকা;

গ। যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক না মঞ্জুরকৃত তালিকা;

৭। কমিটি দ্বিধাবিভক্ত মতামত প্রদান করলে যে সমস্ত সদস্য পক্ষে মত দেবেন কেবলমাত্র একটি বাক্যের মাধ্যমে যুক্তি উল্লেখ করে স্বাক্ষর করবেন এবং যে সমস্ত সদস্য বিপক্ষে মতামত দেবেন তারাও একটি বাক্যের মাধ্যমে যুক্তি/কারণ উল্লেখ করে স্বাক্ষর করবেন।

৮। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করার দিন কমিটি কর্তৃক ৩ ধরনের খসড়া তালিকাই প্রস্তুত ও ঘোষনা করা হবে।

৯। যাচাই-বাছাই আওতাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাগণ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে যে এলাকায় অবস্থান করেছেন, কার্যক্রম করেছেন, খন্ডযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন সে এলাকার গঠিত কমিটির সম্মুখে স্বপক্ষের বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন (যদি তিনি তাই চান)।

১০। শুধুমাত্র ভারতীয় বা লাল মুক্তিবার্তায় তালিকাভূক্ত সংশ্লিষ্ট উপজেলাধীন সকল মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতিতে যাচাই-বাছাই পরিচালনা করা হবে।

১১। যাচাই-বাছাই চলাকালীন উপস্থিত যে কোন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা যে কোন যাচাই-বাছাই আওতাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করতে পারবেন বা সমর্থন দিতেও পারবেন।

যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়াঃ

১। যাচাই-বাছাই আওতাভুক্ত সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে জীবিত ও দেশে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাকেই ফরম পূরণ করে তথ্য প্রদান ও সহযোদ্ধা স্বাক্ষী উপস্থাপনের মাধ্যমে বা দালিলিক প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে তিনি কিভাবে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছেন বা হতে চান। অর্থাৎ কোথায়, কোন কমান্ডারের অধীনে কত দিনের ট্রেনিং গ্রহণ করেছেন, কোন সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে সহযোদ্ধাগণের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

২। মুক্তিযুদ্ধকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের (মুজিবনগর সরকারের) অধীনে কি দায়িত্ব পালন করেছেন তার দালিলিক প্রমাণ বা সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে।

৩। যাচাই-বাছাই আওতাভুক্ত অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকেও ফরম পূরণ করে তথ্য প্রদান ও সহকর্মী মুক্তিযোদ্ধা স্বাক্ষী উপস্থাপনের বা দালিলিক প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে, কিভাবে তারা মুক্তিযোদ্ধা হতে চান বা হয়েছেন।

৪। এছাড়া উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধা কোনরূপ প্রশ্ন করলে বা যাচাই-বাছাই কমিটির মাধ্যমে যে কোন প্রশ্ন করলে তার সন্তোষজনক জবাব দিতে হবে।

৫। উভয় ক্ষেত্রেই সহযোদ্ধা/সহকর্মী (স্বাক্ষী) দের ও উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের মতামতের ভিত্তিতে এবং স্বীয় উদ্যোগে প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা নির্ধারণ করে কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আপীলঃ

১। প্রতিক্ষেত্রে খসড়া ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে যে কোন যাচাই-বাছাই আওতাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা তালিকাভূক্ত হতে না পারার কারণে আপীল কমিটিতে আপীল করতে পারবেন। আপীল প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার নাম চূড়ান্ত তালিকায় সংযোজন করা হবে।

২। আপীলের সংখ্যা বিবেচনা করে আপীল কমিটি কখন, কোথায় শুনানি হবে তা নির্ধারণ করবে।